গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়
চট্টগ্রাম বন্দর অধিশাখা
(www.mos.gov.bd)

বিষয়: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অনিস্পন্ন বিষয়গুলো নিস্পত্তির লক্ষ্যে গত ০৬-০২-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম,পি প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	:	০৬-০২-২০১৯, সকাল ১১.০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	সভাকক্ষ, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়।
সভার উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	:	পরিশিষ্ট-'ক'-দ্রষ্টব্য।

সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানানোর মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানগণ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভাপতির অনুরোধক্রমে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় চট্টগ্রাম বন্দর, মোংলা বন্দর ও স্থলবন্দরসমূহের অনিস্পন্ন বিষয়গুলো সভায় উপস্থাপন করেন।

০২। সভায় অনিস্পন্ন বিষয়গুলোর বর্তমান অবস্থা এবং সম্ভাব্য সমাধানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচানান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

অনিস্পন্ন বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১। এফসিএল কন্টেইনার বন্দরের বাইরে ডেলিভারি'র ব্যবস্থা গ্রহণ।	(১) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সভায় অবহিত করেন, বিভিন্ন সময় কমিশনার, কাস্টমস্ অফিস, চট্টগ্রাম-কে এ বিষয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। এখনও কাস্টমস্ কর্তৃক সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হয় নি।	এফসিএল কন্টেইনার বন্দরের বাইরে ডেলিভারি'র পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

অনিষ্পন্ন বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
২। আমদানিকৃত ৩৭ টি আইটেমের অতিরিক্ত অফডক ডেলিভারি আইটেম অর্ন্তভুক্তকরণ।	৩৭টি আইটেমের বাইরে ৯টি আইটেম অফডক হতে ডেলিভারির জন্য এনবিআর কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া স্ক্র্যাপ ও লৌহ শিল্পের কাঁচামাল ইত্যাদি ডিপোতে না নিয়ে সরাসরি আমদানিকারকের চত্বরে নিয়ে খালাসের বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। এ প্রসংগে কমিশনার, চট্টগ্রাম কাস্টমস্ জানান, বেসরকারি আইসিডিতে বর্তমানে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি নেই। কাস্টমসের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাছাড়া পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে মিথ্যা ঘোষণা প্রদান করার ঘটনা ঘটে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, চবক জানান, চট্টগ্রাম বন্দরের আমদানি-রপ্তানি পণ্যের তুলনায় অফডকের সংখ্যা কম। বেসরকারি অফডকের সংখ্যা আরও বৃদিধ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপোস্ অ্যাসোশিয়েশনের সভাপতি বলেন, আইসিডিতে ইমপোর্ট আইটেমের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।দ্রুত পণ্য ছাড়ে বিলম্বের জন্য শুধু আইসিডি কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়, কাস্টমস্, সিএন্ডএফ এবং ব্যবসায়ীগণেরও এ বিষয়ে দায়িত্ব রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, সচিব মহোদয় পরামর্শ প্রদান করেন যে বেসরকারি আইসিডিতে স্ক্যানার, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করে সম্মিলিতভাবে বন্দরের কার্যক্রম গতিশীল করা প্রয়োজন। ফ্রেইট ফরওয়ার্ডস অ্যাসোশিয়েশনের প্রতিনিধি জনাব মাহাবুব আলম জানান, আইজিএম পূর্বেই সম্পন্ন করা প্রয়োজন। বিদেশের ন্যায় বন্দরের বাইরে কাস্টমস্ কার্যক্রম সম্পন্ন করলে সুফল পাওয়া যাবে। সিএন্ডএফ এর সভাপতি সভায় জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা খোলা রাখার কথা থাকলেও ব্যাংক সরকারি ছুটির দিনে খোলা থাকে না। প্রতিদিন অন্তত সকাল ১০ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর ও আগ্রাবাদ এলাকায় ব্যাংক খোলা রাখা জরুরি।	আমদানিকৃত ৩৭ টি আইটেমের অতিরিক্ত অফডক ডেলিভারি আইটেম অর্ন্তভুক্তকরণের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। বেসরকারি অফডকে স্ক্যানার এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে। নীতিমালা অনুসরণপূর্বক নতুন অফডক স্থাপনে অফডক নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। আমদানিপণ্যের শুল্কায়ন ৫%-এ নামিয়ে আনতে হবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, কমিশনার কাস্টমস্, সংশ্লিষ্ট অফডক মালিক, চট্টগ্রাম বন্দর।
৩। বন্দর কর্তৃক কাস্টমসে'র নিকট হস্তান্তরকৃত অকশনযোগ্য কন্টেইনার ও গাড়িসমূহ দ্রুত অকশনকরণ।	চেয়ারম্যান, চবক জানান, অকশানযোগ্য কার্গো/কন্টেইনার নিয়মিতভাবে কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র/তথ্য সরবরাহ করাসহ সকল সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রসংগে কমিশনার কাস্টমস্ জানান, গাড়ি অকশন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। চবক ও কাস্টমস্ যৌথভাবে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ প্রসংগে এনবিআর'র প্রতিনিধি জানান, আমদানি নিষিদ্ধ গাড়িগুলোর অকশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সিপি ইস্যুকরণের বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা না পাওয়া দীর্ঘদিন ধরে বন্দরে এ শ্রেণির গাড়ির সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।	চবক ও চট্টগ্রাম কাস্টমস্ যৌথ উদ্যোগে বিধিমোতাবেক অকশনযোগ্য কন্টেইনার ও গাড়িসমূহ দ্রুত অকশনের কার্যক্রম গ্রহণ করবে। আমদানি নিষিদ্ধ গাড়িগুলির অকশন ত্বরান্বিত করার বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চাওয়া যেতে পারে।	নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়,

অনিষ্পন্ন বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৪। কন্টেইনার স্ক্যানিং-এ বিলম্ব।	কমিশনার কাস্টমস্ চট্টগ্রাম জানান, দু'টি স্ক্যানর ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পিপিপি'র আওতায় সকল বন্দরে স্ক্যানর স্থাপনের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে। বিজিএমইএ'র প্রতিনিধি উল্লেখ করেন, চট্টগ্রাম বন্দরে কিছু সংখ্যক গ্যান্ট্রি ক্রেন ক্রয় করা হয়েছে। আরও অন্তত ২৬ টি ক্রেন ক্রয় করা প্রয়োজন এবং পণ্য দ্রুত পরিবহন নিশ্চিত করতে হবে। বিকেএমইএ' র প্রতিনিধি জানান, দ্রুত পণ্য ছাড়করণে চবকও কাস্টমসের সফ্টওয়ারগুলোর মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিকডা' র প্রতিনিধি জানান, অফডকে কাস্টমস্ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। চট্টগ্রাম বন্দরে প্রতিদিন প্রায় এক হাজার ট্রাক আসা-যাওয়া করে। ট্রাকের শ্রমিক ও বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পোর্টের অভ্যন্তরে অবস্থানের কারণে দুরাবস্থার সৃষ্টি হয়।	আমাদানিপণ্য বন্দরের বাইরে শুল্কায়ন করতে হবে। বেসরকারি আইসিডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর ও আগ্রাবাদে ব্যাংকের কার্যক্রম চালু রাখতে হবে।	ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, কমিশনার কাস্টমস্, চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশ ইনল্যান্ড ডিপোস অ্যাসোশিয়েশন।
৫। গ্রিন চ্যানেল চালুকরণ।	চেয়ারম্যান, চবক জানান, দ্রুত মালামাল ছাড়করণের লক্ষ্যে বন্দরে গ্রিন চ্যানেল প্রর্বতনের সিদ্ধান্তটি এখনও বাস্তবায়িত হয় নি। এনবিআর'র প্রতিনিধি এ প্রসংগে বলেন, ইতোমধ্যে গ্রিনচ্যানেলে কায়িক পরীক্ষা ছাড়া ২৬৪টি ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানের মালামাল ছাড়করণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আরও উপযুক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রিনচ্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ চলমান রয়েছে।	পরীক্ষান্তে আরও উপযুক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে গ্রিনচ্যানেলে অন্তর্ভুক্তকরণের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
৬। কন্টেইনারের Physical Verification কমানো।	চেয়ারম্যান, চবক সভায় অবহিত করেন, আমদানি পণ্য দ্রুত ছাড়করণের লক্ষ্যে কাস্টমস্ কর্তৃক ০৫% পণ্য কায়িক পরীক্ষা করার সিদ্ধান্তটি এখনও বাস্তবায়িত হয় নি। ৬৮% পণ্য এ বন্দরের ভিতরে অ্যাসেসমেন্ট করে পণ্য ডেলিভারি দেওয়া হয়। এতে সময় বেশি ব্যয় হয় এবং বন্দরের অভ্যন্তরে কন্টেইনারজট, ট্রেইলারজট ও ট্রাকজটের সৃষ্টি হয়।এ বিষয়ে কমিশনার কাস্টমস্ চট্টগ্রাম উল্লেখ করেন, প্রায়শ আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে মিথ্যা ঘোষণা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ৫% পণ্য শুল্কায়নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে।	কন্টেইনারের Physical Verification হ্রাস করে ক্রমান্বয়ে ৫%-এ নামিয়ে আনতে হবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, কমিশনার কাস্টমস্ চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপোস অ্যাসোশিয়েশন ও সিএন্ডএফ এজেন্টস অ্যাসোশিয়েশন।

অনিষ্পন্ন বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৭। বক্স ডেলিভারির অনুমতি প্রদান।	চেয়ারম্যান, চবক সভায় উল্লেখ করেন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে কমিশনার, কাস্টমসকে অনুরোধ করা হয়েছে। কাস্টমস্ কর্তৃক এখনও সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করা হয় নি। এ প্রসংগে এনবিআর'র প্রতিনিধি বলেন, শিল্পজাত কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে বক্স ডেলিভারির অনুমতির বিষয়ে প্রস্তাব পাওয়া গেলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	বক্স ডেলিভারির অনুমতির বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	জাতীয় রাজস্ববোর্ড।
৮। অকশন হিস্যা বাবদ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পাওনা পরিশোধ।	চেয়ারম্যান, চবক সভায় জানান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে কমিশনার অব কাস্টমস্, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম বরাবরে গত ০৪-১০-২০১৮ এ বিষয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। কিন্তু কাস্টমস্ কর্তৃক অদ্যাবধি বকেয়া হিস্যা পরিশোধ করা হয় নি। কাস্টমস্ও চবকের কাছে কিছু পাওনা রয়েছে। এ প্রসংগে কমিশনার কাস্টমস্ জানান, দ্বিপাক্ষিক আলোচনারভিত্তিতে বিষয়টি সমাধান করা সম্ভব।	অকশনের হিস্যা বাবদ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পাওনা পরিশোধের বিষয়টি দ্বিপাক্ষিক আলোচনারভিত্তিতে বিষয়টি সমাধান করতে হবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কমিশনার কাস্টমস্, চট্টগ্রাম।
৯। কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম হতে চবক'র নিকট হতে On Vessel, On Cargo এবং Rent on Land খাতে ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ আর্থিক সালে মোট ১৬২,৭৯,২৫,৩০০/- টাকা ভ্যাট বাবদ অতিরিক্ত দাবি নিষ্পত্তি।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বর্ণিত ভ্যাট বাবদ ১৬২,৭৯,২৫,৩০০/- টাকা Write off করার জন্য কমিশনার, কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট-কে বিভিন্ন সময়ে অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কমিশনার কাস্টমস্ বলেন, Write off করার বিষয়টি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম'র ১৬২,৭৯,২৫,৩০০/- টাকা ভ্যাট বাবদ দাবির বিষয়টি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কমিশনার কাস্টমস্, চট্টগ্রাম।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ক্রঃ নং	অনিষ্পন্ন বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১।	মেসার্স রুপালী কর্পোরেশন কর্তৃক ২৯-১-২০১৭ হতে ২৮-২-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত আমদানিকৃত অবশিষ্ট (৮২৩-৪৬) = ৭৭৭টি লাইম স্টোন পাউডার ভর্তি কন্টেইনার এবং মেসার্স গ্লোবাল এলপিজি লিমিটেড কর্তৃক ২৯-১০-২০১৬ হতে ১৬-০২-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত আমদানিকৃত ৭৬টি কম্পোজিট সিলিন্ডার দ্রুত খালাসকরণ।	চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ জানান, (১) লাইম স্টোন পাউডার ভর্তি ৫৬৪ টি কন্টেইনারে লাইম স্টোন ইতোমধ্যে নিলামে বিক্রয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট (৭৭৭-৫৬৪)= ২১৩ টি কন্টেইনারের লাইমস্টোন নিলামে বিক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। (২) মোংলা কাস্টমস্ হাউস কর্তৃক ৩৫টি কন্টেইনারে পরিবাহিত কম্পোজিট সিলিন্ডার নিলামে বিক্রয় করা হয়েছে। আমদানিকারকের বিরুদ্ধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অভিযোগ থাকায় অবশিষ্ট (৭৬-৩৫) = ৪১টি কন্টেইনারে পরিবাহিত কম্পোজিট সিলিন্ডারের নিলাম কার্যক্রম সম্পন্ন হয় নি।	লাইমস্টোন ও কম্পোজিট সিলিন্ডারের নিলাম কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কমিশনার কাস্টমস্, মোংলা।
২।	২০১১ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত আমদানিকৃত বিভিন্ন শেড, ওয়্যারহাউস ও ইয়ার্ডে পড়ে থাকা ৪৭৭টি গাড়ি দ্রুত খালাসকরণ।	এনবিআর'র সভায় অবহিত করেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানি নিয়ন্ত্রিত গাড়ির ক্লিয়ারেন্স পারিমিট না দেয়ায় নিলাম কার্যক্রম অপেক্ষমান আছে। এ প্রসংগে সচিব মহোদয় পরামর্শ প্রদান করেন, বিষয়টি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে গাড়িগুলো দ্রুত খালাসকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	আমদানিনিষিদ্ধ গাড়িগুলো দ্রুত অকশন করতে হবে। প্রয়োজনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে জটিলতা নিরসন করতে হবে।	নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
৩।	Procurement of 06 Nos Dredger and Ancillary craft with other Accessories for Ministry of water resources and Ministry of Shipping (MPA-01 , BIWTA-03 Nos, BWDB-02 Nos) [MPA Part] এর মালামালের কাস্টমস আউট পাস প্রদান করবে।	মোংলা কাস্টমস কর্তৃক বর্ণিত মালামাল নিলামে বিক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নিলাম দর পাওয়া গেছে। আশা করা যায়, আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে নিলাম কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।	বর্ণিত মালামাল দ্রুত নিলাম কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কমিশনার কাস্টমস্, মোংলা।

৪।	আমদানিকৃত পণ্য মোংলা শুল্ক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নিলামে বিক্রয় করায় ১০৬টি বিলের বিপরীতে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য অংশ বাবদ টাকা ৩,৬৬,৫১,৭৫৬/- পরিশোধকরণ।	চেয়ারম্যান মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ অবহিত করেন, এ মন্ত্রণালয় থেকে মোংলা কাস্টমস হাউস কর্তৃক নিলামকৃত পণ্যেও বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর মোংলা বন্দরের পাওনাদি মোংলা কাস্টমস হাউস কর্তৃক নিলাম অনুষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৪-১২-২০১৮ তারিখ পত্রের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-কে অনুরোধ করা হয়েছে। এখনও এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি জানা যায় নি।	আমদানিকৃত পণ্য মোংলা শুল্ক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নিলামে বিক্রয় করায় ১০৬টি বিলের বিপরীতে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য অংশ পরিশোধের বিষয়টি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কমিশনার কাস্টমস্, মোংলা।
৫।	মোংলা কাস্টমস কর্তৃক ওয়্যার হাউস বি'র অভ্যন্তরে মোবাইল কন্টেইনার স্ক্যানার সংরক্ষণের জন্য ওয়ার্ফরেন্ট বাবদ টাকা ১৬,৫৭,৪৬৮/- পরিশোধকরণ।	চেয়ারম্যান সভায় জানান, মোংলা কাস্টমস'র সাথে ০৫-১১-২০১৮ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের অনুসরণে ওয়ার্ফরেন্ট পরিশোধের জন্য পুনরায় মোংলা কাস্টমসকে পত্র দেয়া হয়েছে। অদ্যাবধি কাস্টমস কর্তৃক ওয়ার্ফরেন্ট পরিশোধ করা হয় নি। চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আরও বলেন, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের কয়েকটি কক্ষ কমিশনার, কাস্টমস্-কে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত কক্ষসমূহে বর্তমানে কাস্টমস্'র কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে। কাস্টমস্ অফিস, মোংলা'র জন্য নির্ধারিত জমিতে আপাতত টিনশেড নির্মাণ করে কাস্টমস্'র পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম পরিচালনা করা জরুরি।	মোংলা কর্তৃপক্ষের পাওনা দ্রুত পরিশোধ করতে হবে। মোংলা কাস্টমস্ অফিসের সকল কার্যক্রম মোংলা বন্দর এলাকায় সম্পন্ন করতে হবে। কমিশনার, কাস্টমস্'র জন্য নির্ধারিত জমিতে নিজস্ব ভবন দ্রুত নির্মাণ করতে হবে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

ক্র নং	অনিষ্পন্ন বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১	পণ্য নিলাম	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সভায় অবহিত করেন, স্থলবন্দরের বিভিন্ন পণ্যাগারে ৩০ দিন হতে ৬ মাসের উর্ধ্বে প্রায় ২৬,১৮০ মে.টন পণ্য পড়ে আছে। উক্ত পণ্য নিলামে বিক্রয়ের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই। কিছু অকশন হয়েছে। বাকি কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন।	স্থলবন্দরের বিভিন্ন পণ্যাগারে পড়ে থাকা পণ্য দ্রুত নিলামে বিক্রয় করতে হবে।	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ও কমিশনার কাস্টমস্।
২	অনলাইনভিত্তিক প্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সভায় জানান, স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনায়ন এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ''SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Benapole & Burimari Land Port'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরের কয়েকটি শেডের লোডিং-আনলোডিং, রাজস্ব আদায় ও ওয়েব্রিজ স্কেলের ওজন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি অটোমেশনের জন্য Piloting করা হয়। ইতোমধ্যে Piloting 'র কাজ ১০০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। অটোমেশন কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রথমে বেনাপোল ও পরবর্তী সময়ে অন্যান্য বন্দরের অটোমেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ASYCUDA Software'র সাথে বন্দর কর্তৃপক্ষের অটোমেশন সফ্টওয়্যার লিংকআপ প্রয়োজন। সংগতিপূর্ণ করার কাজ চলছে।	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ও কমিশনার কাস্টমস্ উভয় প্রতিষ্ঠানের অফিস অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবে।	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ও কমিশনার কাস্টমস্।
৩	বিভিন্ন বন্দরে আমদানিতব্য পণ্যের তালিকা বৃদ্ধি	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সভায় উল্লেখ করেন, বিভিন্ন স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানিকারকগণ আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষ আগ্রহী। ভোমরা, নাকুগাঁও, আখাউড়া, হিলি, সোনমসজিদ স্থলবন্দরের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় আমদানিপণ্যের তালিকা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। উক্ত বন্দরসমূহের আমাদানি পণ্য বৃদ্ধি পেলে বেনাপোল স্থলবন্দরের ওপরে চাপ হ্রাস পাবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিভিন্ন স্থলবন্দরের সক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক আমদানি বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। এ প্রসংগে এনাবিআর'র প্রতিনিধি এ প্রসংগে জানান, বিভিন্ন স্থলবন্দরে আমাদানি পণ্যের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হচেছ।	বিভিন্ন স্থলবন্দরে আমদানিপণ্যের তালিকায় নতুন নতুন পণ্য পরীক্ষান্তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

ক্র নং	অনিষ্পন্ন বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৪	বিভিন্ন বন্দরে ব্যাংকের বুথ স্থাপন	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সভায় উল্লেখ করেন, স্থলবন্দরসমূহ সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত বিধায় বন্দর ব্যবহারকারীদের ট্রেজারি চালানের টাকা জমা দেয়ার জন্য উপজেলা/জেলা শহরে যেতে হয়। এতে তাঁরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। বন্দর এলাকার মধ্যে ব্যাংকের শাখা/বুথ স্থাপন করা হলে শুল্ক/ট্যারিফ আদায় স্বচ্ছ ও সহজ হবে। ইতোমধ্যে বেনাপোল স্থলবন্দরে সোনালী ব্যাংকের শাখা স্থাপন করা হয়েছে। অন্যান্য স্থলবন্দরে ব্যাংকের শাখা/বুথ স্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে গত ০১-০১-২০১৯ তারিখ এ মন্ত্রণালয় থেকে ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে।	যেসব বন্দরে ব্যাংকের শাখা /বুথ নেই সেসকল বন্দরে ব্যাংকের শাখা /বুথ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক।
৫	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সভায় অবহিত করেন, সরকারি নিরীক্ষা স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিলামকৃত পণ্যের মোট মূল্যের উপরে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট (হিলি ও বুড়িমারী স্থলবন্দর) স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বকেয়া ১,৪৮,৫৯,২৯৪/- টাকা, স্থান ও স্থাপনা ভাড়া ৪৪,১৯,৬৮৪/-, অফিস ও গোডাউন ভাড়া ৭২,৫৮,৮৪৪/-, ভ্যাট ২৮,৩১,৬১৪/- এবং বিদ্যুৎ বিল ১১,০২,৮৭০/- টাকা সর্বমোট ৩,০৪,৭২,২৯৬/- (তিন কোটি চার লক্ষ বাহাত্তর হাজার দুইশত ছিয়ানব্বই) টাকা পাওনা হয়েছে।	অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ও কমিশনার কাস্টমস্।
৬	কাস্টমস্/ইমিগ্রেশন অফিসের কার্যক্রম পরিচালনা	চেয়ারম্যান, স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ জানান, বিভিন্ন স্থলবন্দরে কাস্টমস/ইমিগ্রেশন অফিস বন্দর এলাকার বাইরে অবস্থিত হওয়ায় ব্যবসায়ী/যাত্রীদের প্রায়শ বিভিন্ন রকমের সমস্যায় পড়তে হয়। কাস্টমস্/ইমিগ্রেশন কার্যক্রম বন্দরের অভ্যন্তরে পরিচালনার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।	কাস্টমস্/ইমিগ্রেশন কার্যক্রম বন্দরের অভ্যন্তরে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ।

৫। অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি কর্তৃক সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানানোর মাধ্যমে সভার কাজ শেষ করা হয়।

স্বাঃ/-
তারিখঃ ২৫-০২-২০১৯
(খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এম,পি)
প্রতিমন্ত্রী,
নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়।

নং-১৮.০০.০০০০.০২১.১৮.১২৮.১৮-৭৫

তারিখ ঃ ০৩-০৩-২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। মাননীয় মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা ।
৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
১১। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
১২। সচিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
১৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, কারওরান বাজার, ঢাকা ।
১৬। চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বাগেরহাট।
১৭। মহাপরিচালক, নৌপরিবহণ অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
১৮। কমিশনার অব কাস্টমস, চট্টগ্রাম/ মোংলা, বাগেরহাট/বেনাপোল, যশোর।
১৯। টার্মিনাল ম্যানেজার,আইসিডি, কমলাপুর ঢাকা/পানগাঁও , দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ফেডারেশন ভবন, ৬০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
২। সভাপতি, বিজিএমইএ, বিজিএমইএ ভবন, ২৩/১ পান্থপথ, লিংকরোড, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৩।সভাপতি, বিকেএমইএ, ১৩/৩ সোনারগাঁও রোড, প্লানার্স টাওয়ার (১৩ তলা), ঢাকা।
৪। সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ সিএন্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশন,৩/সি, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা ।
৫। সভাপতি, বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেননার ডিপোটস এসোসিয়েশন, ঢাকা।
৬। সভাপতি, বাংলাদেশ রিকন্ডিশনড ভেইক্যাল ইনপোর্ট এন্ড ডিলার (বারভিডা) এসোসিয়েশন, আকরাম টাওয়ার।
৭। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশন, স্টক একচেঞ্জ ভবন, শেখ মুজিব রোড, চট্টগ্রাম।
৮। সভাপতি ফ্রেইট ফরওয়াডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (বিএএফএফএ) আক্তারুজ্জামান সেন্টার (৭ম তলা), অগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন), নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ) ।
৫। অতিরিক্ত সচিব(সকল), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। যুগ্মসচিব (সকল), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৩.০৩.১৯
(মোঃ আবদুস ছাত্তার)
উপসচিব
নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়